তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১০৬২

**দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে হবে**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক (যুক্তরাষ্ট্র), ২৭ সেপ্টেম্বর :

দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। গতকাল নিউইয়র্কে ‘জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’ আয়োজিত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত ১৪ বছরে দেশে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমাদের আগামী প্রজন্মের কল্যাণে একটি উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ রেখে যাওয়ার জন্য অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের। আমাদের দেশ যেন আর পিছিয়ে না যায় সেজন্য দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের দূরদর্শী ভূমিকা রাখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের এগিয়ে চলার বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, দেশের সব বাড়িতে এখন বিদ্যুৎ আছে। ২০০৯ সালে যেখানে ৩২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো, মাত্র ৯ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পেতো। আর গত ১৪ বছরে এখন প্রায় ২৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সবসময় খাদ্য ঘাটতির দেশ ছিল। এখন আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষিজমি কমে গেছে কিন্তু তারপরও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছি। আর এসব অর্জন এমনিতেই হয়নি। শেখ হাসিনার লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে সম্ভব হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে গবেষণা, কৃষিতে ভর্তুকি প্রদানসহ সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এই অর্জন সম্ভব হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, ২০৩০ সালে মধ্যে আমরা দেশকে দারিদ্রমুক্ত করবো সেই লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কর্মসংস্থান আমাদের জন্য একটা বড় ইস্যু। প্রতি বছর প্রায় ২০ লাখ মানুষ চাকরির বাজারে আসে। তার মধ্যে আমরা দেশে ১৫ লাখের চাকরির সংস্থান করতে পারি। বাকি ৫ লাখ বিদেশে চাকরি করতে যায়। দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে আমরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

ড. মোমেন বলেন, আমাদের অনেক চ্যালেঞ্জ আছে। তবে সকলের সহযোগিতায় আমরা সব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবো। আমাদের সরকারের আন্তরিকতা আর দীর্ঘদিন দেশে স্থিতিশীলতা থাকায় আমরা দেশকে অনেক দূর অগ্রসর করতে পেরেছি। আমাদের মাথাপিছু আয় ৫ গুণ বেড়েছে। ২০০৯-১০ বছরে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ১০ বিলিয়ন ডলার এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ বিলিয়ন ডলার। যতগুলো সামাজিক সূচক আছে সবগুলোতে আমরা প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় ভালো করছি বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

ড. মোমেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নেতৃত্বের ঐক্য বজায় রাখতে এসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান। সিলেটের তথা দেশের কল্যাণে নিজেদের সাধ্যমতো অবদান রাখতেও অনুরোধ করেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। মতবিনিময় সভায় ‘জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক’ এর নেতৃবৃন্দ, নিউইয়র্কে বসবাসকারী বৃহত্তর সিলেটের জনগণ এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১০৬১

**বিএনপির হাঁকডাক খালি কলসি বেশি বাজার মতো**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, বিএনপির নানা হাঁকডাক আওয়াজ খালি কলসি বেশি বাজার মতো। তিনি বলেন, ‘২০০৮ সালের নির্বাচনে ধস নামানোর বিজয়ের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার গঠন করেছেন। বিএনপি ২০১৪ সালে নির্বাচনের পর বলেছিলো, সরকার বড়জোর তিন মাস টিকবে। আমরা পাঁচ বছর সরকার পরিচালনা করেছি। ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর বলেছিলো এই সরকারও তারা টেনে ফেলে দেবে। এখন বিএনপিই রশি ছিঁড়ে পড়ে গেছে। অর্থাৎ এখন মির্জা ফখরুল সাহেব ও তাদের নেতারা যে সমস্ত কথা বলছেন সেটি হচ্ছে খালি কলসি বেশি বাজার মতো।’

আজ রাজধানীর মিরপুর ১০ গোলচত্বর সংলগ্ন রোডে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

হাছান বলেন, ‘আজকে আমি একটু আগে অনলাইনে দেখলাম বিএনপি নেতারা বলেছেন, ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ ঘেরাও করে সরকারের পতন ঘটানো হবে। আমরা প্রস্তুত আছি। আমরা বিএনপিকে ঘেরাও করবো। ওরা যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় আমরা বিএনপিকে ঘেরাও করবো। তাদের ঘেরাও করে গণপিটুনি দেবো না, তাদের শিক্ষা দেবো আমরা। যদি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালায় তাহলে তাদেরকে ঘেরাও করা হবে।’

**‘যুক্তরাষ্ট্রের ভিসানীতিতে বিদেশি সরকারগুলোর কিছু হয়নি’**

ভিসানীতি নিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ফখরুল সাহেব বলেছেন যে, ভিসা নীতিতে তাদের আন্দোলন বেগবান হয়েছে। তিনি জানেন যে, ভিসা নীতিতে বলা হয়েছে যে, যারা নির্বাচনে বাধা দেবে, তাদের ওপর এই নীতি প্রয়োগ হবে। আর যাদের ওপর ইতিমধ্যেই ভিসানীতি কার্যকর করা হয়েছে তাদের মধ্যে বিরোধী দলের নেতারাও আছে সেটি ফখরুল সাহেব জানেন না। জানলে এ কথা বলতেন না।’

‘আমাদের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ভালো এবং আমাদের সাথে এই সম্পর্ক উত্তরোত্তর ঘনিষ্ঠ হচ্ছে' উল্লেখ করে ড. হাছান বলেন, 'আপনারা দেখেছেন, জো বাইডেন দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সেলফি তুলেছেন এবং নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রীকে নৈশভোগের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। জো বাইডেন সস্ত্রীক প্রধানমন্ত্রীর সাথে নিউ ইয়র্কে ছবি তুলেছেন, ছবিই কথা বলে, আমরা ভিসা নীতি নিয়ে মাথা ঘামাই না।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কাকে ভিসা দিলো, কাকে দিলো না, এটি তাদের ব্যাপার। এই ভিসানীতি বহু আগে থেকেই তাদের আছে। তাদের ভিসানীতিতে যেটি বলা আছে সেই অনুযায়ী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে তারা পদক্ষেপ নিয়েছে। এটি নতুন কোনো কিছু নয়। সুতরাং এই ভিসা নীতি একটি বিচ্ছিন্ন বিষয়। আমাদের সাথে মার্কিনা যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তথ্যমন্ত্রী হাছান বলেন, ‘আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বহু দেশের ওপর ভিসানীতি কার্যকর করেছে। তারা নাইজেরিয়ার ওপর ভিসানীতি কার্যকর করেছে সরকারের কিছু হয় নাই, কম্বোডিয়ার ওপর কার্যকর করেছে সরকারের কিছু হয় নাই। উগান্ডার ওপরও তারা ভিসানীতি কার্যকর করেছে সরকারের কিছু হয় নাই। কিউবার ওপর ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে ভিসানীতি কার্যকর ছিলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১শ’ মাইল দূরে কিউবার কিছু হয় নাই। সুতরাং এই ভিসা নীতি নিয়ে এতো কিছু মাতামাতি করার কোনো কারণ নাই।’

‘তাই বিএনপির এই আন্দোলনের ধপধপানি হচ্ছে চেরাগ নিভে যাওয়ার আগে ধপধপানির মতো’, বলেন মন্ত্রী।

নেতা-কর্মীদের উদ্বুদ্ধ করে হাছান বলেন, ‘এই দেশ বঙ্গবন্ধুর দেশ। এই দেশের নেতা বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা, শেখ হাসিনা কোনো রক্তচক্ষুকে পরোয়া করে না। আমি নেতাকর্মীদের বলবো, আওয়ামী লীগ রাজপথের দল, আওয়ামী লীগ লড়াই সংগ্রামের দল। আমরা ২১ বছর বুকে পাথর বেঁধে রেখেছিলাম। আওয়ামী লীগ সভাপতি জননেত্রী শেখ হাসিনা এ দেশের মানুষের সংগ্রামের কাফেলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সুতরাং আওয়ামী লীগ কোনো কিছুকে পরোয়া করে না। সমস্ত ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আগামী নির্বাচনে আবার ধস নামানোর বিজয়ের মাধ্যমে আমরা সরকার গঠন করবে।’

‘আমি বিএনপিকে অনুরোধ জানাবো নির্বাচনে আসুন, নির্বাচনে যদি না আসেন তাহলে আপনাদের অনেক নেতা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে’ বলেন তিনি।

আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর উত্তর শাখার সভাপতি শেখ বজলুর রহমানের সভাপতিত্বে দলীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রেসিডিয়াম সদস্য সাবেক মন্ত্রী ফারুক খান এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে এবং প্রেসিডিয়াম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খান এমপি, অবিভক্ত ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রেসিডিয়াম সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোফাজ্জল হোসেন মায়া, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য দেন।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                  নম্বর : ১০৬০

**অবাধ তথ্য প্রবাহের অপব্যবহার করে কেউ যেন সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে**

**-- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশে যে অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করেছে তা অপব্যবহার করে কেউ যেন সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে না পারে, সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে তথ্য কমিশন ভবনে ‘তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব’ প্রতিপাদ্য নিয়ে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা নিজে এবং তাঁর সরকার অবাধ তথ্য প্রবাহে বিশ্বাস করে। অবাধ তথ্য প্রবাহ মানুষের তথ্য পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করে, গণতন্ত্র, বহুমাত্রিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংহত হয়। সে জন্য আমরা তথ্য অধিকার আইন পাস করেছি এবং আজকে সত্যিকার অর্থে দেশ ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে।’

সিন্ডিকেট করে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি রোধে তথ্য অধিকার প্রয়োগের বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সময়ে সময়ে বাড়ানো হয়। আমি সাংবাদিকদের অনুরোধ জানাবো যারা এই সিন্ডিকেট করে তাদের সম্পর্কে আপনারা জানেন। পাইকারি বিক্রেতা কত টাকা দিয়ে পণ্য কিনেছেন, তার উৎপাদন খরচ কত এবং খুচরা বিক্রেতাদের কাছে কত টাকায় বিক্রি করছেন এবং সেখান থেকে তারা এবং খুচরা বিক্রেতারা কত শতাংশ মুনাফা অর্জন করছেন। অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের অস্বাভাবিক প্রতিযোগিতায় সময়ে সময়ে দ্রব্যমূল্য অকারণে বৃদ্ধি পায়। এখানে যদি স্বচ্ছতা আসে, এ বিষয়গুলো আরো ব্যাপকভাবে গণমাধ্যমে আসে তাহলে কেউ এটি করতে পারবে না।’

এনজিও বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের দেশে অনেক এনজিও সময়ে সময়ে জাতিকে জ্ঞান দেয়। এই এনজিওগুলো কোথায় টাকা পায় তারা কত টাকা কিভাবে কোন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে, ট্যাক্স দেয় কি না সেটিও জানা প্রয়োজন। শুধুমাত্র সরকারি দপ্তরে গিয়ে তথ্য পাওয়ার জন্য দেন-দরবার বা ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা এবং শুধুমাত্র সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য সেগুলোকে গণমাধ্যমে আনা সমীচীন নয়।’

নাগরিক সমাজের প্রসঙ্গ টেনে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিস্তৃত গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিক সমাজ একটু বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু নাগরিক সমাজের নাম করে যারা বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তারা কার স্বার্থ রক্ষা করছে, জাতির স্বার্থ রক্ষা না কি যাদের কাছ থেকে অর্থ পাচ্ছে, অনুদান পাচ্ছে তাদের স্বার্থ রক্ষা করছে, সেই তথ্যও জানা প্রয়োজন। সুধিমণ্ডলী ও সাংবাদিকদের অনুরোধ করবো সে দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য।’

তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘গত এক দশকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেভাবে বিস্তৃত হয়েছে এবং হচ্ছে তাতে পৃথিবীর পুরো ক্যানভাসটাই বদলে গেছে, মানুষের অভ্যাসও বদলে গেছে। দেশে ৮ কোটির বেশি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে এবং এই মাধ্যম আমাদের যোগাযোগের অবাধ সুযোগ যেমন করে দিয়েছে, একই সাথে রাষ্ট্রে অস্থিতিশীলতা, সমাজে অস্থিতিশীলতা, গুজব রটানো, ভুল সংবাদ, মিথ্যা সংবাদ, উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ ছড়ানোর বড় প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে।’

হাছান বলেন, ‘গত এশিয়া মিডিয়া সামিটে মূল আলোচ্য বিষয় ছিলো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সমাজে অস্থিরতা মোকাবিলা। বছরখানেক আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সার্ভেতে দেখা গেছে ৭৫ শতাংশের বেশি মানুষ মনে করে যে সমাজে যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ছড়ানো হয়, সমাজে অস্থিরতা তৈরি করা হয়, এবং তৎপ্রেক্ষিতে গণতন্ত্র দুর্বল হয়। এই প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি এই ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিপাত করা দরকার। কারণ এ দেশেও পদ্মা সেতু নির্মাণ নিয়ে নরবলি দেওয়াসহ নানা ধরণের গুজব, এরপর ছেলে ধরা গুজব ছড়ানোর পর গণপিটুনিতে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। তথ্য কমিশন এই ক্ষেত্রে কি করতে পারে, সেটি নিয়েও আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে।’

প্রধান তথ্য কমিশনার ড. আবদুল মালেকের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার ও আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জমির এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নেন তথ্য কমিশনার শহিদুল আলম ঝিনুক এবং মাসুদা ভাট্টি। সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার মরতুজা আহমদ, সাবেক তথ্য কমিশনার নেপাল চন্দ্র সরকার এবং মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ এবং তথ্য অধিকার নিয়ে কর্মরত সংগঠনের প্রতিনিধিরা সভায় যোগ দেন।

প্রতি বছর ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিকভাবে তথ্য অধিকার দিবস পালনের ধারাবাহিকতায় এ দিনের সভায় বক্তারা বলেন, জাতীয় সংসদে ২০০৯ সালের প্রথম অধিবেশনে ২৯ মার্চ তথ্য অধিকার আইন পাশ হওয়ার পর থেকে গত বছর অর্থাৎ ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে এ আইনের আওতায় ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯শ’ ১৮টি আবেদন জমা পড়েছে এবং এর ৯৬.৭৩ শতাংশ নিষ্পত্তি হয়েছে। আর তথ্য কমিশনে এ পর্যন্ত দায়ের করা ৫ হাজার ৩শ ৬০টি অভিযোগের মধ্যে ৫ হাজার ২শ’ ৭১টি নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০০৯ সালে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী ছিলো ৬০ লাখ যা এখন প্রায় ১২ কোটির কাছাকাছি এবং দেশে ব্যবহৃত মোবাইল সিমের সংখ্যা প্রায় ১৮ কোটি।

#

আকরাম/পাশা/রফিকুল/সেলিম/২০২৩/২০১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১০৫৯

**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইসলামিক**

**ফাউন্ডেশন আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৫ হিজরি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শুরু হয়েছে পক্ষকালব্যাপী অনুষ্ঠানমালা।

আজ বাদ মাগরিব বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পূর্ব সাহানে পক্ষকালব্যাপী এ অনুষ্ঠানমালার উদ্বোধন করেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি মোঃ রুহুল আমীন। সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) ১৪৪৫ হিজরি উপলক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ওলামায়ে কেরাম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব মোঃ মনিরুজ্জামান, পরিচালকবৃন্দ ও কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বাদ আসর বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ চত্বরে আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী ইসলামি বইমেলার উদ্বোধন করেন ধর্ম সচিব।

#

শারমীন/পাশা/রফিকুল/শামীম/২০২৩/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                     নম্বর : ১০৫৮

**নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে**

**-- শিক্ষামন্ত্রী**

সিলেট, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, নতুন শিক্ষাক্রম হচ্ছে। এই নতুন শিক্ষাক্রম নিয়ে কোথাও কোথাও বিভ্রান্তি ছড়াবার চেষ্টা হচ্ছে। এই বিভ্রান্তিতে কান দেবেন না। আমরা দীর্ঘ গবেষণা ও সবার মতামত নিয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষাক্রমটি পুরো ১০ বছর ধরে বাস্তবায়িত হতে চলেছে। কাজেই কোনো বিভ্রান্তি ছড়ালে তাতে কান দেবেন না।

মন্ত্রী আজ সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে সিলেট শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত ৫০তম গ্রীষ্মকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নেহাল আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ কামাল হোসেন।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সোনার মানুষ প্রয়োজন। আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সোনার মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে স্মার্ট নাগরিক প্রয়োজন। সততা ও যোগ্যতায় স্মার্ট হতে হবে। সোনার বাংলার জন্য, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমরা এগিয়ে যাব।

শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে আরো বলেন, তোমরা স্বপ্ন দেখবে এবং সেই স্বপ্নের চেয়েও বড় হবে বলে আমার প্রত্যাশা। বঙ্গবন্ধু নিজে একজন খেলোয়াড় ছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি ফুটবল, বাস্কেটবল খেলেছেন। পরবর্তীতে তিনি খেলাধুলার ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। এ বিষয়গুলোও সবার জানা উচিত।

আগামী ১ অক্টোবর ৫ দিনের এ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠিত হবে সিলেটের আবুল মাল আব্দুল মুহিত ক্রীড়া কমপ্লেক্সে। প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে মোট ৪৯৬ জন খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন।

#

খায়ের/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৭

**জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার বাংলাদেশ**

**-- সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তন অনিবার্য বাস্তবতা। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতির শিকার বাংলাদেশ।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর একটি হোটেলে জার্মান ফেডারেল মিনিস্ট্রি ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে পরিচালিত **Urban Management of Internal Migration due to Climate Change/ Urban Management of Migration and Livelihoods (UMIMCC/ UMML)** প্রকল্পের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীতে সারা বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশ্বে তুষারপাত, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন ও দাবানলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ু পরিবর্তনের এই ঝুঁকি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তুলে ধরেছেন। এসব মোকাবেলায় সকল দেশকে সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রতিমন্ত্র্রী আরো বলেন, আামাদের দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। বিভিন্ন সময়ে জলবায়ুজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে আঘাত হানছে। উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা বেড়েছে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন বেড়েছে। এসব কারণে আমাদের অনেক মানুষ পৈতৃক নিবাস ছেড়ে এসে শহরে আশ্রয় নিচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কথা আলোকপাত করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী এ সমস্যা মোকাবিলায় অনেক কর্মসূচি নিয়েছেন এবং সেগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দাতা সংস্থার নীতি ও লক্ষ্যের সাথে মিল রেখে অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেগুলো বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণে গবেষণা হলে একসাথে কাজ করা যাবে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বস্তিবাসী হওয়া জনগণের জন্য সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাদের দুর্ভোগ লাঘব হবে।

**#**

জাকির/পাশা/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৮৫৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৬

**জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে কাজ করা সকলের সাংবিধানিক দায়িত্ব**

**-- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা এখন বাংলাদেশের সকল নাগরিকের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা।  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্ব প্রদানের জন্য সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজন করেছে। তিনি বলেন, এখন সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ বণ্যপ্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকছে। মানুষের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সকল প্রাণীকে বাঁচতে দিতে হবে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত জীববৈচিত্র্য বিষয়ক জাতীয় কমিটির ৩য় সভায় সভাপতির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সভায় বিগত সভাসমূহের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়া পরবর্তী জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সম্মেলনের পূর্বেই ন্যাশনাল বায়োডাইভারসিটি স্ট্রাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান হালনাগাদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও, Vibrio cholerae এর বায়োলজিকাল স্যাম্পল ব্রিটেনের দ্য ওয়েলকাম স্যাঙ্গার ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

এসময় মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ফাহমিদা খানম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৫

**মৎস্য খাতে ই-সার্টিফিকেশন স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন অধ্যায়ের সূচনা**

**-মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর):

মৎস্য আমদানি-রপ্তানিতে ই-সার্টিফিকেশন চালু স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে মন্তব্য করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর একটি হোটেলে মৎস্য অধিদপ্তরের আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত ই-সার্টিফিকেশন এবং ল্যাবরেটরি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন। মৎস্য অধিদপ্তর এবং যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ)-এর অর্থায়নে পরিচালিত বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্প যৌথভাবে এ অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

এ বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, মৎস্য অধিদপ্তরের ই-সার্টিফিকেশন এবং ল্যাবরেটরি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাংলাদেশের মৎস্য খাতে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছেন। স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের জন্য আমাদের সব খাতকে স্মার্ট হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, দেশের মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ খাত থেকে খাবারের একটি বড় অংশের চাহিদা মেটে। মানুষের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর জন্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য যে উপাদান দরকার তার একটি অংশ মাছে রয়েছে। মাছ বিদেশে রপ্তানি করে ব্যাপক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন হয় যা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর পাশাপাশি বিশ্বের ৫২ টি দেশে মাছ রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানিকৃত দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের চমৎকার উন্নয়ন হচ্ছে। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খাতকে গতানুগতিক রেখে সনাতনী পদ্ধতিতে পরিচালনা করলে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রত্যয় বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

মন্ত্রী আরো বলেন, যেসব দেশের সাথে আমাদের মাছ আমদানি ও রপ্তানির সম্পৃক্ততা রয়েছে তাদের চাহিদা পূরণ যথাযথভাবে করতে গেলে ই-সার্টিফিকেশনের স্মার্ট পদ্ধতি আমাদের জন্য খুবই সহায়ক হবে। এর মাধ্যমে মূহুর্তের ভেতর ঝামেলাহীনভাবে সেবা প্রদান করে গুণগতমান যেমন নিশ্চিত করা যাবে, অনুরূপভাবে সময়ের অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। এ পদ্ধতির মাধ্যমে আমদানি-রপ্তানির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্তরা ভোগান্তি থেকে মুক্তি পাবে। একইসাথে এ খাতে দেশে ও দেশের বাইরে সংশ্লিষ্ট সবাইকে একই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

এ লক্ষ্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের একটি অংশ হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং মৎস অধিদপ্তর কাজ করছে। তিনি যোগ করেন, দেশের মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হচ্ছে, যা দেশের জিডিপিতে অবদান রাখছে। এজন্য রপ্তানি সংশ্লিষ্ট অটোমেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের মনে রাখতে হবে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক মৎস্য সেক্টর তৈরির জন্য নতুন অধ্যায়ের শুভ সূচনা হলো। এক্ষেত্রে মৎস্য উৎপাদন, বিপণন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সম্পৃক্তদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের এগ্রিকালচারাল অ্যাটাচে সারাহ গিলেস্কি। অনুষ্ঠানের কো-চেয়ার ছিলেন ইউএসডিএ-এর অর্থায়নে পরিচালিত বাংলাদেশ ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মাইকেল জে. পার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

ইফতেখার/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩১৬৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫৪

**আলুর সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে**

**--কৃষিমন্ত্রী**

মধুপুর (টাঙ্গাইল), ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

কৃষিমন্ত্রী ড.  মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, গতবছর দাম কম পাওয়ায় এবছর আলুর উৎপাদন কিছুটা কম হয়েছে। এছাড়া আমরা কিছু আলু রপ্তানি করেছি। তারপরও আলুর দাম এতটা হওয়া উচিত নয়। এটি হয়েছে সিন্ডিকেটের কারণে। কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা রাতারাতি দাম বাড়িয়ে দেয়। আমরা সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছি।

আজ টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি মেলার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

বিএনপির ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ৪৮ ঘণ্টা কেন, ৪৮ দিনের আল্টিমেটামেও বিএনপি সফল হবে না। বিএনপি ১৫ বছর ধরে আন্দোলন করে যেখানে ছিল, সেখানেই আছে। নির্বাচনের আর তিন মাস বাকি আছে। এই তিন মাসে বিএনপি যত আল্টিমেটাম দিক, বোমাবাজির কথা বলুক, সন্ত্রাসের কথা বলুক-কিছুতেই তারা সফল হবে না। আমার শুধু দুঃখ লাগে, বিএনপির আন্দোলন আবারও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে আর তাদের কর্মীরা হতাশায় নিমজ্জিত হবে।

ভিসা দিয়ে বা না দিয়ে কেউ নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে আমেরিকা ভিসানীতি দিয়ে থাকতে পারে। কী কারণে সেটি করেছে, তা জানি না। আমাদের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই ক্ষমতায় থাকবেন। তাঁর অধীনেই সুষ্ঠু, সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। জানুয়ারি মাসেই এই নির্বাচন হবে। কারো ভিসানীতিতে আমাদের কিচ্ছু যায় আসে না। ভিসা দিয়ে বা না দিয়ে কেউ নির্বাচন বানচাল করতে পারবে না।

এসময় মধুপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও কৃষি বিভাগের স্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে মন্ত্রী মধুপুর উপজেলার বানরগাছী মাঠে উপজেলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

#

কামরুল/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/রেজাউল/২০২৩/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                    নম্বর : ১০৫২

**কোভিড-১৯** **সংক্রান্ত** **সর্বশেষ** **প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১১ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৬ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

          গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৭ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৩ হাজার ৩১৫ জন।

#

 সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৮২৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫১

**বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আজ প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের ৩৯তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন ১৯৩০ সালের ১৭ মার্চ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার বড়হরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন রাজনীতিবিদ, আইনজীবী ও সমাজকর্মী। মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ‘পরিচালনা কমিটি’ এবং মামলা পরিচালনার জন্য গঠিত ‘মুজিব তহবিল’ এর আহ্বায়ক ছিলেন। ১৯৭০ এবং ১৯৭৩ সালে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন যথাক্রমে প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এবং জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিন দীর্ঘদিন বৃহত্তর ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পরবর্তীতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটিসহ বিভিন্ন জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় ভূমিকার জন্য তাঁকে ‘স্বাধীনতা পদক’ প্রদান করা হয়।

১৯৮৪ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী আহূত সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে কালীগঞ্জে একটি মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার সময় সন্ত্রাসীদের হাতে ময়েজউদ্দিন নির্মমভাবে নিহত হন। বর্বরোচিত এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আগুনের স্ফুলিঙ্গের মতো সারাদেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর এ আত্মদানের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন আরো জোরালো হয়ে ওঠে এবং স্বৈরাচারের পতন ত্বরান্বিত হয়।

শহিদ ময়েজউদ্দিন ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ ও পরীক্ষিত সহচর। সাদামাটা জীবনযাপনে অভ্যস্ত শহিদ ময়েজউদ্দিন আজীবন মাটি ও মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর জীবন ও কর্ম তরুণ প্রজন্মের জন্য অনুগ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

আমি শহিদ মোহাম্মদ ময়েজউদ্দিনের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৩/১৭২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৫০

**ইউনিভার্সিটি ব্রুনাই দারুসসালামে ‘বাংলাদেশ দিবস’ অনুষ্ঠিত হয়েছে**

বন্দর সেরি বেগওয়ান, ২৭ সেপ্টেম্বর :

ব্রুনাই দারুসসালামে বাংলাদেশ হাইকমিশন এবং ইউনিভার্সিটি ব্রুনাই দারুসসালামের যৌথ আয়োজনে ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব লিডারশিপ, ইনোভেশন এন্ড এডভান্সমেন্টের কনফারেন্স হলে আজ ‘বাংলাদেশ দিবস’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ হাইকমিশনার নাহিদা রহমান সুমনা এবং ইউনিভার্সিটি ব্রুনাই দারুসসালামের সহকারী ভাইস চ্যান্সেলর ড. জয়েস তেও সিউ ইয়ান তাঁদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্বকালে এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকবৃন্দ, ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত বাংলাদেশি শিক্ষক ও অধ্যয়নরত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীবৃন্দ, স্থানীয় বাংলাদেশ কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিঙ্গাপুর ও ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত এবং কম্বোডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও লাওসের ডেপুটি হেড অব মিশন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে হাইকমিশনার তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সাথে ব্রুনাইয়ের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়নের চিত্র উপস্থাপন করার পাশাপাশি তিনি ইউনিভার্সিটি ব্রুনাই দারুসসালামে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ নিয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া শিক্ষা ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে  ব্রুনাই থেকে শিক্ষার্থী গমন করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১৪৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১০৪৯

**যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক মধুর, কিছু গোষ্ঠী তিক্ততা সৃষ্টির চেষ্টা করছে**

**--পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

নিউইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩:

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর, কিন্তু কিছু গোষ্ঠী তিক্ততা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যাচার করছে। আমরা যে নীতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করি, যুক্তরাষ্ট্র সেই নীতি ও মূল্যবোধে বিশ্বাস করে।

গতকাল নিউইয়র্কের বাঙালি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, যুক্তরাষ্ট্র শাখা আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ যেখানে গণতন্ত্রের জন্য আমরা লড়াই সংগ্রাম করেছি। আমরা জনগণের ভোটে জয়লাভ করলেও আমাদের সরকার গঠন করতে দেয়নি। বরং আমাদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়েছিল, আর তখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমরা স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলাম গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এজন্য স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের ত্রিশ লাখ মানুষের প্রাণ দিতে হয়েছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্র ও মানবাধিকারে বিশ্বাস করে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আমাদের মতের, চিন্তার মিল আছে। নীতিগতভাবে আমাদের দু’দেশের মধ্যে মিল রয়েছে। তবে তাদের কোনো কোনো ব্যক্তিবিশেষ হয়তো আমাদের উন্নয়ন পছন্দ করছেন না, তাদের ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের। কেউ বাংলাদেশ নিয়ে মিথ্যাচার করলে তাদের মিথ্যাচারকে চ্যালেঞ্জ করতে দলমত নির্বিশেষে প্রবাসীদের রুখে দাঁড়াতে আহ্বান জানান তিনি।

ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট সংশোধনের কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে যেসব ভালো পরামর্শ দেয় আমরা সেটা গ্রহণ করি। যুক্তরাষ্ট্র অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন প্রত্যাশা করে, আর আমরাও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশের কিছু লোক আছে যারা নির্বাচন বয়কট করতে চায়, নির্বাচন ভয় পায়, তারা নির্বাচন বানচাল করতে সবরকমের চেষ্টা করে থাকেন বলে জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন, যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের মিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সভাপতি ড. মসিউর মালেকসহ ফাউন্ডেশনের যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতৃবৃন্দ এবং নিউইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ।

#

মোহসিন/রবি/রাসেল/কামাল/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪৮

**পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নির্মূলে বৈশ্বিক অঙ্গীকার আরো জোরদারে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহ্বান**

 নিউইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর :

পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নির্মূলের মাধ্যমে একটি নিরাপদ বিশ্ব নিশ্চিতকরণে অধিকতর আন্তর্জাতিক সংহতির আহবান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন। তিনি বলেন, পৃথিবীতে যতদিন পরমাণু অস্ত্র থাকবে, ততদিন আমরা কেউ নিরাপদ নই। কারণ পারমানবিক অস্ত্র সারা বিশ্বে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তে মৃত্যু ও ধ্বংস ঘটায়। কেবলমাত্র পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূলই মানব জাতির এই হুমকির বিরুদ্ধে সুনিশ্চিত সমাধান।

মন্ত্রী গতকাল পারমাণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ নির্মূল বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আয়োজিত এক উচ্চপর্যায়ের সভায় এ আহ্বান জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বব্যপী পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ নির্মূল ও পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তির বাস্তবায়নের প্রতি বাংলাদেশের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। এ চুক্তির সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রথম বৈঠক, এতে গৃহীত রাজনৈতিক ঘোষণাপত্র এবং ৫০-দফা কর্মপরিকল্পনাকে স্বাগত জানান তিনি। পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্র ও নিউক্লিয়ার আম্ব্রেলা রাষ্ট্রসহ সকল রাষ্ট্র কর্তৃক পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

মন্ত্রী তার বক্তব্যে এ পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ঝুঁকির কথাও তুলে ধরেন। তা উদ্দেশ্যমূলক হোক বা দুর্ঘটনাজনিত হোক। তিনি বলেন, এই বিধ্বংসী অস্ত্রগুলি পরিচালনা করার বহুমুখী চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। তিনি পরমাণু অস্ত্রধারী দেশগুলোকে সন্ত্রাসবাদী বা অন্য অননুমোদিত অপশক্তির হাতে পারমাণবিক অস্ত্র পড়ার ঝুঁকি এড়াতে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান। পারমাণবিক প্রযুক্তির গবেষণায় অধিকতর বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং মানবজাতির স্বার্থে এর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের সম্ভাবনা অন্বেষণেরও আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি পারমাণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বন্ধ করে সেই অর্থ জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলা, টেকসই উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রকল্পে ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বব্যাপী শান্তির সংস্কৃতি লালন, পরমাণুমুক্ত বিশ্বের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এবং নিরস্ত্রীকরণ আলোচনা পুনরায় শুরু করার আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বিভিন্ন দেশের উপরাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

মোহসিন/রবি/মাহমুদা/মাসুম/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

Handout Number : 1047

**Shahriar Alam Congratulates Saudi Arabia on 93rd National Day**

Dhaka, 27 September :

State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam congratulated the leadership and the people of Saudi Arabia on their 93rd National Day. He spoke as the guest of honor at the national day reception hosted by the Royal Saudi Embassy at its Baridhara premises on Tuesday.

In his speech, the State Minister described the bilateral relationship as an age-old and trusted partnership based on a deep understanding and close cooperation in various bilateral and multilateral sectors. He expressed satisfaction with the increasing engagement in new and emerging areas of collaboration and the frequency of high-level visits between the two countries. Recalling the recent productive meetings between our President and Prime Minister with the Saudi Crown Prince and Prime Minister this year, the State Minister expressed eagerness to further elevate the excellent fraternal relations to new heights. The Minister expressed gratitude to the Kingdom for hosting 2.8 million workers who are contributing to the economies of both countries. He commended the Ambassador for his dynamic role in enhancing manpower cooperation, including signing the Workers’ Recruitment and Skill Verification Programme (SVP) for Bangladeshi workforce. He expressed hope that the Kingdom will recruit skilled Bangladeshi workers through this framework agreement while continuing to recruit unskilled workers as well.

The State Minister also appreciated Saudi Arabia’s commitment to diplomacy and dialogue in achieving regional stability, including finding a political solution to the Yemen crisis, and expressed unequivocal support for the Middle East peace process. He further commended Saudi Arabia for its increasing global influence and its recent accession to BRICS. The Minister hopes that the two countries will continue to work together to solidify and consolidate bilateral engagements for the mutual benefit of our two peoples.

#

Mohsin/Rabi/Russel/Masum/2023/1140 hour

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪৬

**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“তথ্য কমিশন বাংলাদেশ প্রতি বছরের মতো ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস’ উদ্‌যাপন করছে জেনে আমি আনন্দিত। ‘তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব’- এ প্রতিপাদ্য সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ ২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়নের ঘোষণা করে। নির্বাচিত হয়ে আমরা সরকার গঠন করে ২০০৯ সালের ২৯ মার্চ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে ‘তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯’ পাস করি। আমাদের সরকার ২০০৯ সালের ১ জুলাই তথ্য কমিশন গঠন করে। কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য কমিশনের নিজস্ব জনবল নিয়োগ করা হয়। ইতোমধ্যে ২০২৩ সালের ২০ আগস্ট তারিখে নবনির্মিত তথ্য কমিশন ভবনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য কমিশনের অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ ও গণমাধ্যমের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গতিময়তা বেড়েছে। আমাদের সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহের জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সামগ্রিক বিস্তৃতি যেমন বাড়িয়েছে, তেমনি ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি করে তথ্যকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েবপোর্টাল চালু করেছে। আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি চ্যানেল, ২৮টি এফএম বেতার এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও’র অনুমতি দিয়েছি।

আমাদের সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় তথ্য কমিশন বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজতর হচ্ছে এবং ঘরে বসেই তারা তথ্য পাচ্ছে। তথ্য অধিকার আইন সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষের কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখছে। কমিশন ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যেক কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইটে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বতঃপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের জন্য প্রবিধানমালা প্রণয়ন করে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি সহজ করেছে।

তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার বৃদ্ধিতে আজ ইন্টারনেটের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মুক্ত সমাজ গঠন ও জনগণের ক্ষমতায়নের জন্য আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করেছি। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বাস্তবায়নে তথ্য কমিশন আরো সক্ষম হবে- এ প্রত্যাশা করছি।

‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/রবি/রাসেল/কলি/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪৫

**আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

তথ্যই শক্তি, তথ্যেই মুক্তি। তথ্য মানুষকে সচেতন করে এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে ‘তথ্য অধিকার আইন ২০০৯’। এর মাধ্যমে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে আইনি ভিত্তি দেওয়া হয়েছে। সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ এবং সরকারি ও বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ রচিত হয়েছে এ আইনের মাধ্যমে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ আজ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত এবং তথ্য সরবরাহ ও প্রাপ্তিতে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বিশেষ করে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সে প্রেক্ষিতে দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘তথ্যের অবাধ প্রবাহে ইন্টারনেটের গুরুত্ব’ প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশনসহ সরকারি- বেসরকারি সকল দপ্তর-সংস্থাকে ইতিবাচক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য জনগণকে তথ্যের অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন করে তুলতে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট-মিডিয়া, নাগরিক সমাজসহ সকলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় হবে।

আমি ‘আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসনাত/রবি/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪৪

**বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য Rabies: ALL FOR 1, ONE HEALTH FOR ALL অর্থাৎ ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমরা ‘জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, ২০১১’ প্রণয়ন করেছি। একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে যুগোপযোগী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নতুন নতুন হাসপাতাল, নার্সিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। সারাদেশে হাসপাতালগুলোর শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিসহ চিকিৎসক, নার্স, সাপোর্ট স্টাফের সংখ্যাও বৃদ্ধি করেছি। গ্রাম পর্যায়ে জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে সারাদেশে প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ফ্রি স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল থেকে মোবাইল ফোন ও অনলাইন প্লাটফর্মের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা চালু করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে গত সাড়ে ১৪ বছরে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে প্রশংসনীয় অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ মাতৃমৃত্যু, নবজাতকের মৃত্যু ও অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুহার, অপুষ্টি, খর্বতা, কম ওজন ইত্যাদি হ্রাসে ক্রমাগত উন্নতি হচ্ছে। সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে অসাধারণ সফলতা দেখিয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ (এসডিজি) অর্জনে আমরা কাজ করে যাচ্ছি কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আমরা কয়েকটি কর্মপন্থা ও কৌশল অবলম্বন করি, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। মহামারি রিকভারি সূচকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে ১ম স্থান এবং সারাবিশ্বে ৫ম স্থান অধিকার করেছে। করোনা ভ্যাকসিন প্রদানেও বিশ্বের প্রথম সারির ২০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান। স্বাস্থ্যখাতের সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ অর্জন করেছে এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, গ্যাভি অ্যাওয়ার্ড ও ভ্যাকসিন হিরো অ্যাওয়ার্ড।

দেশে জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যু শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসতে আমরা বদ্ধপরিকর। ২০০৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগ সরকার ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিআইটিআইডি হাসপাতাল, চট্টগ্রাম ও সংক্রামকব্যাধি হাসপাতাল, মহাখালী এবং জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী টিকা সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়াও ব্যাপক হারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, আক্রান্তদের চিকিৎসা ও টিকা প্রদানের পাশাপাশি কুকুরের টিকা দান (এমডিভি) এবং কুকুরের জন্ম নিয়ন্ত্রণ মাধ্যমে দেশকে জলাতঙ্কের ঝুঁকি থেকে মুক্ত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এ ক্ষেত্রে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকরী ভূমিকা আহ্বান করছি। জলাতঙ্ক বিষয়ক Global Strategy তে ২০৩০ সালের মধ্যে জলাতঙ্কমুক্ত বিশ্ব গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

আমি বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/রবি/রাসেল/কলি/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪৩

**বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এবারও বাংলাদেশে ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

জলাতঙ্ক বাংলাদেশে একটি পরিচিত রোগ হলেও সচেতনতা ও সঠিক পরিচর্যার অভাবে রোগটির প্রভাব অনেক বেশি। তাই জলাতঙ্কের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৭ সাল থেকে বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস পালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে বর্তমানে বিশ্বে প্রতি ৯ মিনিটে একজন মানুষ জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুবরণ করে এবং প্রতি দশজন মৃত্যুবরণকারীর মধ্যে চারজনই শিশু। সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে জলাতঙ্ক শতভাগ প্রতিরোধযোগ্য। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের প্রতিপাদ্য ‘Rabbies: All for 1, One Health for All’ অর্থাৎ ‘জলাতঙ্কের অবসান, সকলে মিলে সমাধান’ সময়োপযোগী ও যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জলাতঙ্ক প্রতিরোধে সরকার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতাল, বিআইটিআইডি হাসপাতাল, জেলা সদর হাসপাতাল ও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে জলাতঙ্ক প্রতিরোধী ভ্যাকসিন সরবরাহ করছে। বাংলাদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জলাতঙ্কের হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও ভৌগোলিক অবস্থান, অসচেতনতা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অনিয়ন্ত্রিত আচরণ ও ভ্রান্ত ধারণার জন্য এদেশে জলাতঙ্কের ঝুঁকি এখনও বিদ্যমান। তাই সচেতনতা বৃদ্ধি, কুসংস্কার দূরীকরণ ও মানুষের আচরণ পরিবর্তনে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের কার্যকরী অংশগ্রহণ অতীব জরুরি। এ লক্ষ্যে সকলের সম্মিলিত সহযোগিতা ও কার্যকর পদক্ষেপ জলাতঙ্ক নির্মূলে ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ‘বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/রবি/রাসেল/কলি/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪২

**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, বিশ্বমানবতার মুক্তির দিশারী, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্ম ও ওফাতের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত ১২ রবিউল আউয়াল তথা ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) বিশ্ববাসী বিশেষত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে বিশ্বজগতের হেদায়েত ও নাজাতের জন্য ‘রাহমাতুল্লিল আলামিন’ তথা সারা জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। নবী করিম (সা.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, “হে নবী, আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমতরূপে প্রেরণ করেছি” (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ১০৭)। মুহাম্মদ (সা.) এসেছিলেন তওহিদের মহান বাণী নিয়ে। সব ধরনের কুসংস্কার, অন্যায়, অবিচার, পাপাচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে মানবসত্তার চিরমুক্তি, শান্তি, প্রগতি ও সামগ্রিক কল্যাণের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন তিনি। বিশ্ববাসীকে তিনি মুক্তি ও শান্তির পথে আসার আহ্বান জানিয়ে অন্ধকার যুগের অবসান ঘটিয়েছিলেন এবং সত্যের আলো জ্বালিয়েছেন।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ন্যায় ও সমতাভিত্তিক সমাজ গঠন এবং মানব কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করে বিশ্বে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিয়েছিলেন। বিশ্বশান্তির অগ্রনায়ক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, নাগরিকদের মধ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখাসহ নানা দিক বিবেচনা করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেন মানব ইতিহাসের প্রথম প্রশাসনিক সংবিধান ‘মদিনা সনদ’। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা.)-এর অনবদ্য ভূমিকার আরেকটি অনন্য স্মারক হুদায়বিয়ার সন্ধি। বাহ্যিক পরাজয়মূলক হওয়া সত্ত্বেও কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে তিনি এ সন্ধিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁর অমিত সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতা তখনকার মানুষকে যেমন বিমুগ্ধ করে, তেমনি অনাগত মানুষের জন্যও শান্তি প্রতিষ্ঠার আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। এই চুক্তির মাধ্যমেই মুসলিম উম্মাহর জন্য আল্লাহর ঘর কাবা শরিফ জিয়ারত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। মহানবী (সা.)-এর শান্তিপূর্ণ ‘মক্কা বিজয়’ মানব ইতিহাসের আর এক চমকপ্রদ অধ্যায়। কার্যত তিনি বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে ও বিনা ধ্বংসে মক্কা জয় করেন। শত অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধ করে আজীবন যে জাতি নবী করিম (সা.) কে সীমাহীন কষ্ট দিয়েছে, সেসব জাতি ও গোত্রকে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি অতুলনীয় ক্ষমা প্রদর্শন করে এবং তাদের প্রতি উদার মনোভাব দেখিয়ে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমা ও মহত্ত্বের মাধ্যমে মানুষের মন জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার এমন নজির বিশ্বে দুর্লভ। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি বিশ্ব মানবতার জন্য অনিন্দ্য সুন্দর অনুসরণীয় শিক্ষা ও আদর্শ রেখে গেছেন, যা প্রতিটি যুগ ও শতাব্দীর মানুষের জন্য মুক্তির দিশারী হিসেবে পথ দেখাবে।

আজকের দ্বন্ধ-সংঘাতময় বিশ্বে মহানবী (সা.)-এর অনুপম জীবনাদর্শ, তাঁর সর্বজনীন শিক্ষা ও সুন্নাহর অনুসরণ এবং ইবাদতের মাধ্যমেই বিশ্বের শান্তি, ন্যায় এবং কল্যাণ নিশ্চিত হতে পারে বলে আমি মনে করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ বিশ্ববাসীর জন্য সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতম অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় এবং এর মধ্যেই মুসলমানদের অফুরন্ত কল্যাণ, সফলতা ও শান্তি নিহিত রয়েছে।

আমি পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহ্ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি, মঙ্গল ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে মহানবী (সা.)-এর সুমহান আদর্শ ও সুন্নাহ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দান করুন- আমিন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/রবি/রাসেল/কলি/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪১

**পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষ্যে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ মুসলিম উম্মাহ’কে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

নবীকূলের শিরোমণি, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জন্ম ও ওফাতের স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সাঃ) সারাবিশ্বের মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পবিত্র ও মহিমান্বিত দিন। মহান আল্লাহ তা’আলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ তথা সমগ্র বিশ্বজগতের রহমত হিসেবে প্রেরণ করেন। দুনিয়ায় তাঁর আগমন ঘটেছিল ‘সিরাজাম মুনিরা’ তথা আলোকোজ্জ্বল প্রদীপরূপে। তৎকালীন আরব সমাজের অন্যায়, অবিচার, অসত্য ও অন্ধকারের বিপরীতে তিনি মানুষকে আলোর পথ দেখান এবং প্রতিষ্ঠা করেন সত্য, সুন্দর ন্যায়ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা। আল্লাহর প্রতি অসীম ও অতুলনীয় আনুগত্য ও ভালোবাসা, তাঁর অনুপম চারিত্রিক গুণাবলি, অপরিমেয় দয়া ও মহৎ গুণের জন্য তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হিসেবে অভিষিক্ত। এ জন্য পবিত্র কুরআনে তাঁর জীবনকে বলা হয়েছে ‘উসওয়াতুন হাসানাহ্’ অর্থাৎ সুন্দরতম আদর্শ। তিনি সত্য ও ন্যায়ে ছিলেন প্রস্তরকঠিন কিন্তু ক্ষমা ও দয়ায় সরল। তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্মই মানবজাতির জন্য অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়।

মহান আল্লাহ রাববুল আলামীন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওপর সর্বশেষ মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করে জগতে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব অপর্ণ করেন। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও অসীম ধৈর্য, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও সীমাহীন ত্যাগের মাধ্যমে তিনি শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন এবং সারাবিশ্বে এ মহাগ্রন্থের মর্মার্থ ছড়িয়ে দেন। তিনি সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নারীর মর্যাদা ও অধিকার, শ্রমের মর্যাদা এবং মনিবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর বিদায় হজের ভাষণ সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরকালীন দিশারী হয়ে থাকবে।

বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান ‘মদীনা সনদ’ ছিল মহানবী (সাঃ) এর বিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার প্রকৃষ্ট দলিল। এ দলিলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সর্বজনীন ঘোষণা রয়েছে। ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনে তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অনুসরণীয়। মহানবী (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ আমাদের সকলের জীবনকে আলোকিত করুক, আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক, মহান আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মহানবী (সাঃ) এর সুমহান আদর্শ যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও মানবতার কল্যাণে কাজ করার তৌফিক দিন। আমিন।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/রবি/রাসেল/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১০৪০

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিনে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১২ আশ্বিন (২৭ সেপ্টেম্বর) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনার ৭৭তম জন্মদিনে আমি তাঁকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর দেশের এক ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক পরিবারে শেখ হাসিনার জন্ম। শৈশব থেকেই তিনি দেখেছেন তাঁর পিতা বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব, সংগ্রামী জীবন এবং দেশ ও গণমানুষের রাজনীতি। যুক্ত হয়েছেন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনসহ বাঙালির অধিকার আদায়ের সকল লড়াই-সংগ্রামে।

জাতির পিতার কন্যা হওয়া সত্ত্বেও ছোটবেলা থেকেই তাঁর জীবনযাপন ছিলো সহজ-সরল, সাদা-মাটা। দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু কারাভোগকালে তিনি বঙ্গমাতার সহযোদ্ধা হিসেবে আগলে রাখতেন ছোট-ভাই-বোনসহ পরিবার পরিজনকে। তাঁর চলার পথ কখনো কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে তাঁর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্রের হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন। শহিদ হন মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, ভাই শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশু শেখ রাসেলসহ অনেক আপনজন। শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা তৎকালীন পশ্চিম জার্মানিতে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। মা, বাবা, ভাইসহ আপনজনদের হারানোর বেদনা বুকে ধারণ করে তাদের পরবর্তী ছয় বছর লন্ডন ও দিল্লীতে চরম প্রতিকূল পরিবেশে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে গ্রেনেড হামলাসহ বহুবার তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। মহান আল্লাহর অশেষ রহমতই প্রতিবার তাঁকে এসব বিপদ থেকে রক্ষা করেছে।

১৯৮১ সালে ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। যা ছিল আওয়ামী লীগের একটি সঠিক ও যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে স্বজন হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ’৯০ এর গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারের পতন হয়, বিজয় হয় গণতন্ত্রের। প্রতিষ্ঠা পায় মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, শুরু হয় গণতন্ত্র আর উন্নয়নের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা।

১৯৯৬ সালের ১২ জুন সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এ সময় ঐতিহাসিক পার্বত্য শান্তিচুক্তি এবং প্রতিবেশী ভারতের সাথে গঙ্গা পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নবম, ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারি দশম এবং ২০১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার টানা তিনবার ক্ষমতায় আসে। এসময় বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকরসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু ও রায়ের বাস্তবায়ন, সমুদ্রে বাংলাদেশের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত স্থল সীমানা নির্ধারণ তথা ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। শেখ হাসিনার হাত ধরেই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের পথে এগিয়ে যায় দেশ।

চলমান পাতা/২

-২-

বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যোগ্য নেতৃত্ব, সাহসিকতা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত পদ্মা সেতু আজ উত্তাল পদ্মার বুকে জাতির গৌরবের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনিই আমাদেরকে বিশ্বদরবারে আত্মবিশ্বাসের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সাহস এনে দিয়েছেন। পদ্মা সেতুর সফল বাস্তবায়নের পথ ধরে কর্ণফুলী টানেল, মেট্রোরেল, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মতো বৃহৎ প্রকল্পসমূহ সমাপ্তির পথে। দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তিনি অবিরাম সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। গৃহহীনদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা, সর্বজনীন পেনশন পদ্ধতি চালুসহ জনকল্যাণে বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের মানুষের আর্থসামাজিক অবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসছে। দেশকে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে তিনি রূপকল্প ‘ভিশন ২০২১’ এর সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ‘ভিশন ২০৪১’ কর্মসূচিসহ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ মহাপরিকল্পনা (ডেল্টা প্ল্যান ২১০০) গ্রহণ করেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পথ ধরেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গড়ে উঠবে উন্নত-সমৃদ্ধ ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’- ইনশাল্লাহ।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সদর্প বিচরণ দেশের সম্মান ও মর্যাদাকে অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। সম্প্রতি শেষ হওয়া জি-২০ সম্মেলনসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গ্রহণযোগ্যতা দেশকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে। মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত ও নির্যাতিত লাখ লাখ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে দেশে আশ্রয় দিয়ে তিনি বিশ্বমানবতার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ জন্য তিনি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘মাদার অব হিউম্যানিটি’ অভিধায় ভূষিত হয়েছেন। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলা, তথ্যপ্রযুক্তি, নারীর ক্ষমতায়নসহ দারিদ্র্য বিমোচনে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশি-বিদেশি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৬-এ তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশের দৃঢ় অবস্থান ও ভূমিকা বিশ্বে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। মুজিববর্ষ, স্বাধীনতা ও বিজয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত নানাবিধ অনুষ্ঠানে প্রতিবেশী ও বন্ধু দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের অংশগ্রহণের ফলে এসব দেশের **সঙ্গে** বাংলাদেশের সুসম্পর্ক-সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হয়েছে।

করোনা মহামারির প্রভাবে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়লেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সময়োচিত ও সাহসী পদক্ষেপের ফলে সরকার করোনার প্রভাব মোকাবিলা করে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। এর মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। মহামারির প্রভাব কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রাশিয়া-ইউক্রেন সংকট ও এর ফলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি সারা বিশ্বকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার সাশ্রয়ী নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং সাধারণ মানুষের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল নেতৃত্ব ও সঠিক সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশ এ বৈশ্বিক সংকটও সাফল্যের সাথে মোকাবিলা করে যাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে বাঙালি অর্জন করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। জনগণের অধিকার আদায়ের জন্য তাঁর অব্যাহত সংগ্রাম, নির্ভীক ও দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং গভীর দেশপ্রেম জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে স্বীকৃত। আদর্শ পিতার যোগ্য কন্যা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্বে আজ বাঙালি জাতি এগিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে। শেখ হাসিনা তাঁর পিতার মতোই গণমানুষের নেতা। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা, গতিশীল নেতৃত্ব, মানবিক মূল্যবোধ দিয়ে শুধু দেশেই নন, বহির্বিশ্বেও তিনি অন্যতম সেরা রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সুখ-সমৃদ্ধি ও অব্যাহত কল্যাণ কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসনাত/রবি/রাসেল/কলি/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ